কুষ্টিয়ায় আটক ২১ জামায়াত কর্মী-সমর্থককে আদালতে প্রেরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক জামায়াতে ইসলামীর ২১ জন কর্মী-সমর্থককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর থানা হাজত থেকে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, আটক ২১ জনকে শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মিরপুর উপজেলার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে ২১ জনকে আটক করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় জামায়াতের লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা পৌর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয়

কর্মসূচির অংশ হিসেবে “গণভোটের রায় অমান্য করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা” এবং “জনগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান” জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়। দর্শনা রেলবাজারের মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির ও সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, পৌর সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির, জামায়াত নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, আমজাদ হোসেন, সুমন হোসেন, ছানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া শহর শাখার উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের মাঝে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলা শাখার আমীর অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মুহসিন।

এ সময় তিনি বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এটি সহায়ক হবে বলে তিনি

উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন জোয়ার্দার, জেলা শুরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসাইন, জেলা জামায়াতের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মমতাজ জাহান, শহর নায়েবে আমীর আজমল হক এবং শহর সেক্রেটারি শামীম হোসাইন।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি ও শহর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি সালেহা বাশারসহ শহর মহিলা বিভাগের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দরিদ্র ও কর্মহীন নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার এই উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে।

শেষে উপকারভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের নেতা নিহতের ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বিএনপি উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডুতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমাবেশে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন কাসেম হত্যা সাথে জড়িত জামায়াতের নেতা-কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এদিকে কাশেমের মৃত্যুর খবর শুনার সাথে সাথে বুধবার রাতেই জামায়াতের নেতা কর্মীদের দুইটি দোকানসহ অন্তত ০৮/ ১০টি বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায় বিএনপির কর্মী সমর্থকরা।

এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনেন আয়োজ করে। সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল হোসেন বলেন গত কাল বুধবার ফেসবুকে এক

স্ট্যাটাসের মন্তব্য কে কেন্দ্র করে জামায়াত এবং বিএনপির কর্মীদের মধ্যে বাক বিতন্ডার তৈরি হয় এক পর্যায়ে বিএনপি কর্মীরা জামায়াতের কর্মীদের গায়ে হাত দিলে তারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার মধ্যে আবুল কাশেম দুর থেকে দড়িয়ে এসে এই ঘটনা ঠেকানোর চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হাসপতালে আনার পথে ষ্ট্রোক জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করে। তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। এই মৃত্যুতে জামায়াত শোক প্রকাশ করেছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা জামায়াতের ৮ নেতা কর্মীর বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটায়।

এতে কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল আজিজ তার বড় ভাই মেশাররফ হোসেন, নায়েব আলী, আবুল কালাম আজাদ, মাসুদুর রহমান, মিটুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মতিয়ার রহমান লিটন ও মাজিজ মন্ডলসহ অনেকের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এরমধ্যে জামায়াত নেতা মোস্তফা, মিটুল, আজিজ ও মতিয়ার রহমানের বাড়ি, দোকান ও খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরে রাতেই ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

মতিয়ার রহমান লিটন নামে এক জামায়াত সমর্থক দাবি করেন, বুধবার সংঘর্ষ নিহত হবার পর রাত ১১ টার দিকে তাদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। অথচ তিনি সংঘর্ষের সময় বাড়িতে ছিলেন না, কিছুই জানেন না।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহতের ছেলে মেহেদি হাসান ১২ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১৩ জনকে আসামী করে হরিণাকুণ্ডু থানায় হত্যা মামলা দিয়েছে। তবে পুলিশ এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাসের কমেন্ট করাকে কেন্দ্র করে নিহত কৃষকদল নেতা ও তার চাচা নাজের আলী, বিএনপি সমর্থক মন্টু, এনামুল ও সেলিমসহ কয়েকজনের সাথে জামায়াত নেতা রিমন হোসেন ও আব্দুল আজিজের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়।

এ নিয়ে বুধবার (২৫ মার্চ) রাতে ফের তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয় এবং এক পর্যায়ে একটি চায়ের দোকানে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের এক প্রত্যক্ষদর্শী এনামুল হক

জানান, উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের একপর্যায়ে আবুল কাসেম মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।

বাহারন নামে ওই গ্রামের এক নারী জানান, কাসেমকে কেউ মারেনি লোকজনের মারামারি দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পরে হার্ট এ্যটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। এঘটনায় তাদের বাড়িতে হামলা করে তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে বিএনপির লোকজন।

উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইদুর রহমান বিটু জানান, বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আবুল কাশেমকে জামায়াত সমর্থিত লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেণ। কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তবে পরিবারটি বিএনপি জামায়াতে বিভক্ত। রাতে এ ঘটনার জেরে অনেকের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ফ্যাসিস্ট আ’লীগকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা করছে। এটা ভালো লক্ষন নয়। এভাবে চলতে থাকলে বিএনপি ঘরে বসে থাকবে না। তিনি এ হত্যার বিচার দাবী করেন।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে জানান,নিহতের ছেলে বাদি হয়ে ১৪জনের নামে মামলা করেছে। রাতেই কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও টহলে ছিল। একটা রান্নাঘরে সামান্য একটু আগুন দিয়েছে বড় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বর্তমানে ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির

বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর

করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জামায়াতের নারী কর্মীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মী তরু মিয়া (৪৮) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের নারী কর্মীদের সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল পণ্ড করতে গিয়ে বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আহতদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তরু মিয়ার অবস্থা শঙ্কাপন্ন হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তরু মিয়া মারা যান।

নিহত তরু মিয়া মাধবপুর গ্রামের মৃত মনছুর আলীর ছেলে। প্রায় দুই দশক তিনি প্রবাসে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে দেশে ফিরে এসে তার ছেলে শিপন রহমান ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

ইউনিয়ন যুবদল নেতা আবু কালাম বলেন, “জামায়াতের হামলায় আমিসহ বিএনপির ৭ নেতা-কর্মী আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। তরু মিয়া মারাত্মক আহত ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, “আহত তরু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পুনরায় কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন। সংঘর্ষের ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘটনায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়ন জামায়াতের ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মোনাখালী ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার উপজেলার আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর প্রাঙ্গণে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মোনাখালী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ইউনিয়ন সেক্রেটারি রাকিব ফরহাদের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য এবং জেলা বায়তুলমাল সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমীর ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী খানজাহান আলী, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফিরাতুল ইসলাম নাইম, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ফজলুল হক গাজী, পেশাজীবী সংগঠনের উপজেলা সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন এবং উপজেলা বায়তুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রোজার শিক্ষা গ্রহণ করে হানাহানি ও মারামারি ভুলে সবাইকে সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে হবে। রমজান মাসের এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাকি ১১ মাস সেই শিক্ষার আলোকে চলতে হবে।

ইফতার মাহফিলে ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে নিহত জামায়াত নেতার দাফন সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজারে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জামায়াত নেতা মফিজুর রহমানের দাফন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেল ৩টায় তাঁর নিজ গ্রাম সুটিয়া ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সুটিয়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাজায় জামায়াতের নেতা-কর্মীসহ এলাকার শত শত মানুষ অংশ নেন।

বিএনপির হামলায় বড় ভাই হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর ১০ দিন পর মারা যান ছোট ভাই মফিজুর রহমান। তিনি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের জামায়াতের আমীর ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজারে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিএনপির হামলায় বাঁকা ইউনিয়ন আমীরসহ ৪ জন

গুরুতর আহত হন। এদের মধ্যে জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের ওয়াহেদ মিয়ার ছেলে বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মফিজুর রহমান
(৩২) ও তার বড় ভাই হাফিজুর রহমান (৪৬) আহত হন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে তাদের ঢাকা অরোরা হাসপাতালে নেওয়া হলে রবিবার (১ মার্চ) রাত ১টায় হাফিজুর রহমান মারা যান।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাঁকা ইউনিয়ন আমীর মফিজুর রহমান একই হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দশ দিন চিকিৎসার পর তিনি মারা যান। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১২টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই সংঘর্ষের ঘটনায় হাফিজুর রহমান নিহতের পর ২ মার্চ জীবননগর থানায় নিহত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় ৮ জনের নাম উল্লেখ ও ৮ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পুলিশ মাত্র দু’জনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলাইমান শেখ জানান, আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলমান রয়েছে।

গাংনীতে জামায়াতের মেয়র প্রার্থী রবিউল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মেয়র প্রার্থী হিসেবে গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার জামায়াত ইসলামীর গাংনী উপজেলা শাখার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।